খেলার নিয়ম পালটে দাও

পিতৃতন্ত্র উলটে দাও

ভিডিও তৈরি শিখে নাও

বিষয়সূচি

যন্ত্রপাতি জানুন	4
ফিল্মের পরিভাষা	7
ভিডিও কীভাবে তুলতে হয়	8
ভাল কম্পোজিশন করবেন কী করে	13
আলো	17
শুটিং-এর কিছু কায়দা	18
সাক্ষাৎকার নেওয়া	21
ক্যামেরার মুখোমুখি (P2C)	25
কাজের ডাক (CTA)	25
ভাষ্য (VO)	27
ফুটেজের কথাবার্তা অনুবাদ করা	28
সম্পাদকের জন্য নোট তৈরি করা	29
ফুটেজের ফোল্ডার তৈরি করা	29
প্যাক করে কুরিয়ারে ভিভির দপ্তরে পাঠানো	30

কৃতজ্ঞতা

এই ম্যানুয়ালটি ক্রিয়েটিভ কমন্স-এর লাইসেন্সভুক্ত, সুতরাং আপনি এর যে কোনও অংশ ব্যবহার করতে পারেন, অবশ্যই যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে। আশা করি, যারা সামাজিক ভিডিও বানায়, এমন অন্যান্য সংগঠনেরও এই ম্যানুয়ালটি কাজে লাগবে। আপনাদের প্রশিক্ষণের চাহিদা অনুযায়ী একে কীভাবে পালটে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে পরামর্শের জন্য স্বচ্ছন্দে আমাদের চিঠি লিখতে পারেন। এই ম্যানুয়ালটি তৈরি করতে বহু বিকল্প গণমাধ্যম সংস্থা আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে, যেমন, অপ এড প্রজেক্ট এবং V4C নেটওয়ার্ক (www.v4c.org দেখুন), বিশেষ করে স্মল ওয়ার্ল্ড নিউজ এবং উইটনেস, যাদের ম্যানুয়াল থেকে আমরা সাহায্য নিয়েছি।

ভিডিও তোলা

যন্ত্রপাতি জানুন

আপনার ট্যাবলেট বা ফোনে কী কী থাকা দরকার

- সর্বাধুনিক অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম (ললিপপ বা আরও পরের)
- মেমরি – ১ জিবি র‍্যাম, ৮ জিবি রোম
- ক্যামেরা – হাই ডেফিনিশন বা ফুল হাই ডেফিনিশন ১০৮০
- ইন্টারনেট – ওয়াই-ফাই, সিম, ডঙ্গল
- ডিসপ্লে – ৭ ইঞ্চি বা ৮ ইঞ্চি

চার্জ দেওয়া

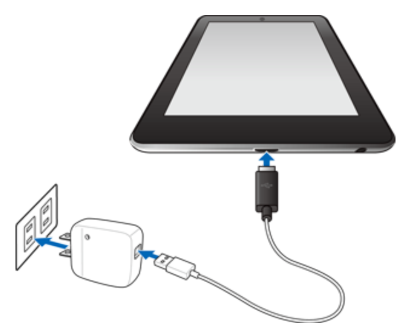

- আপনি চার্জারের সাহায্যে আপনার ট্যাবলেটটি চার্জ দিতে পারেন। চার্জারটিকে জ্যাকের মাধ্যমে একদিকে আপনার ট্যাবলেট আর অন্যদিকে ইলেকট্রিকের সুইচবোর্ডের সঙ্গে যোগ করুন।
- সুইচবোর্ডের সুইচ টিপুন আর দেখুন চার্জ হচ্ছে কি না।
- আরও জানার জন্য আপনার ট্যাবলেটের ম্যানুয়ালটি পড়ুন।
- ব্যাটারি বাঁচানোর জন্য ট্যাবলেটের স্ক্রীনের উজ্জ্বলতা যতটা পারেন কমিয়ে রাখুন। ডিসপ্লে মেনুতে গিয়ে এই উজ্জ্বলতা কমবেশি করতে পারবেন।
- পাওয়ার ব্যাঙ্ক দিয়েও ট্যাবলেট চার্জ করা যায়, যা যে কোনও মোবাইলের দোকানে পাবেন।
- অপ্রয়োজনীয় কোনও অ্যাপ ইনস্টল করবেন না। তাতে অনেক বেশি ব্যাটারি খরচ হয়।
- আপনার ট্যাবলেটের ব্যাটারি বুঝেশুনে খরচ করুন।

কীভাবে ট্যাবলেট বা ক্যামেরায় ভিডিও রেকর্ড করবেন

- এই বোতামটি টিপে ট্যাবলেট অন করুন।
- মূল মেনুতে যান।
- ক্যামেরা আইকনটি স্পর্শ করুন।
- ক্যামেরাটিকে ভিডিও মোডে আনুন।
- ক্যামেরা সেটিং-এ গিয়ে ‘ভিডিও কোয়ালিটি’ খুলে সেটিকে **HD** বা **FHD**তে সেট করুন।
- ‘রেকর্ড’ বোতামটি টিপলে রেকর্ডিং শুরু হবে। ওই বোতামটি আবার টিপলে রেকর্ডিং বন্ধ হবে।
- ভিডিও তোলার সময় টাবলেটটি দাঁড় করিয়ে ধরবেন না। কাত করে সোজা ভাবে ধরুন।
- ছবি যাবে না কেঁপে যায় তার জন্য স্থির থাকুন।
- জুম ইন, জুম আউট, প্যান বা টিল্ট করবেন না। একটা সুন্দর ফ্রেম দেখে তোলা শুরু করুন।
- মূল মেনুতে ফিরে যাওয়ার জন্য এই বোতামটি টিপুন।

কী করে ভিডিও ফুটেজ প্লেব্যাক, ডিলিট বা ট্রান্সফার করতে হয়

প্লেব্যাক

- মূল মেনু খুলুন এবং গ্যালারিতে যান।
- ভিডিওটি বেছে নিয়ে প্লে বোতামটি টিপুন। ভিডিও থামানোর জন্য বোতামটি টিপুন।
- মূল মেনুতে যাওয়ার জন্য বোতামটি টিপুন।

ডিলিট

- ভিডিও ফাইলটি টিপে ধরে থাকুন যতক্ষণ না সেটি সিলেক্ট হয়। অপশন মেনুতে গিয়ে ডিলিট বোতামটি টিপুন এবং তারপর OK বোতামটি টিপুন।

কম্পিউটার বা ল্যাপটপে ভিডিও ফাইল ট্রান্সফার করতে হলে:

- ইউ এস বি কেবল বা ব্লুটুথের সাহায্যে অথবা 'শেয়ার ইট'-এর মত অ্যাপের মাধ্যমে আপনি ভিডিও ফাইল ট্রান্সফার করতে পারেন।

ইউ এস বি দিয়ে ট্রান্সফার:

- আপনার ট্যাবলেট ও ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে ইউ এস বি কেবল লাগান।
- আপনার ট্যাবলেটে 'মিডিয়া ট্রান্সফার' সিলেক্ট করুন। এবার তা কাজ করার জন্যে তৈরি। এখন আপনি আপনার ট্যাবলেটে যে মিডিয়াটি আছে তাকে আপনার ল্যাপটপের স্ক্রীনে দেখতে পাবেন। তাকে কপি করে আপনার ইচ্ছেমত জায়গায় পেস্ট করে দিন।

ট্রাইপডের ব্যবহার

ক্যামেরা যাতে নড়ে না যায় এবং স্পষ্ট ছবি ওঠে তার জন্য ট্রাইপড ব্যবহার করতে হয়।

ছবি বানানোর কয়েকটি পরিভাষা যা আপনাকে জানতে হবে

এই অধ্যায়ে আপনি শিখবেন কী করে ভাল ভিডিও তুলতে হয়। কিন্তু তার আগে, যারা ছবি বানান তাঁরা ব্যবহার করেন এমন কয়েকটি কথার মানে আপনাকে বুঝে নিতে হবে।

ফ্রেম

ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে কোনও দৃশ্যকে দেখলে, তার স্ক্রীনের চারকোণার মধ্যে একবারে যা ধরা পড়ে তাকে বলে ফ্রেম।

লোকেশন

যেখানে যেখানে আপনি ছবি তুলছেন, এমন প্রতিটি জায়গাই হল একেকটি 'লোকেশন'।

কম্পোজিশন

ফ্রেমের ভেতরে বিভিন্ন চরিত্র, জিনিসপত্র আর ফাঁকা জায়গার মধ্যে সম্পর্ককে বলে কম্পোজিশন। একটা শটের কম্পোজিশন আলো, ছায়া, মাথার ওপর, পাশে বা মাঝে কতটা জায়গা রয়েছে, কোন অ্যাঙ্গল থেকে ছবি তোলা হচ্ছে, এসবের ওপরেও নির্ভর করে। সবচেয়ে ভাল কম্পোজিশন করার জন্য 'রুল অভ থার্ডস' অনুসরণ করতে বলা হয়।

শট

শট হল ভিডিওর মূল ইউনিট বা একক। ছবি তোলার সময় এক বারে যতটা অংশ ক্যামেরায় ধরা পড়ে, তার প্রত্যেকটা হল একেকটা শট। অর্থাৎ, একবার 'রেকর্ড' টিপলে শট শুরু আর 'পজ' টিপলে শেষ। প্রত্যেকটা শট অন্তত ১৫-২০ সেকেন্ডের হতে হবে। ধরুন, রাস্তায় একটা সাইকেল চলার ছবি তুলতে গেলে, সাইকেলটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তুলবেন।

যে ভিডিও শটগুলি সম্পর্কে আপনার জানা দরকার

পাঁচটি মূল ভিডিও শট

এস্টাব্লিশিং বা প্রতিষ্ঠা শট

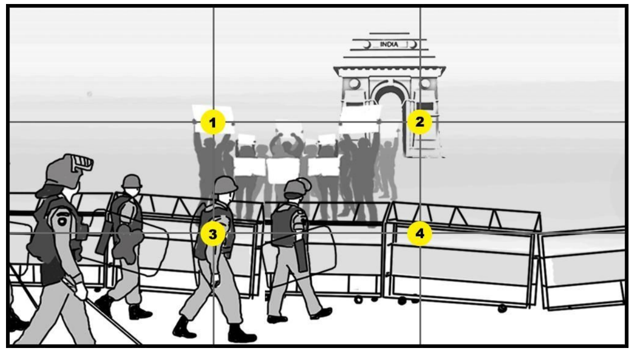

এই শট যেখানে ছবিটা তোলা হচ্ছে সেই যায়গা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়। সাধারণত অনেক দূর থেকে তোলা হয়, যাকে বলে এক্সট্রিম লং শট (**ELS**)।

এই ছবিতে:

১। বিক্ষোভকারীরা – সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২। ইমারতটি – বুঝিয়ে দিচ্ছে কোথায় এবং কেন ঘটনাটা ঘটছে।

৩। পুলিশ – এই গল্পের আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

৪। এই শটে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে যে রাজধানীতে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিক্ষোভের গল্প বলা হবে।

গ্রামের একটা প্রতিষ্ঠা শট অবশ্যই নেওয়া দরকার।

লং (দূরের) শট (LS) বা সম্পূর্ণ শট

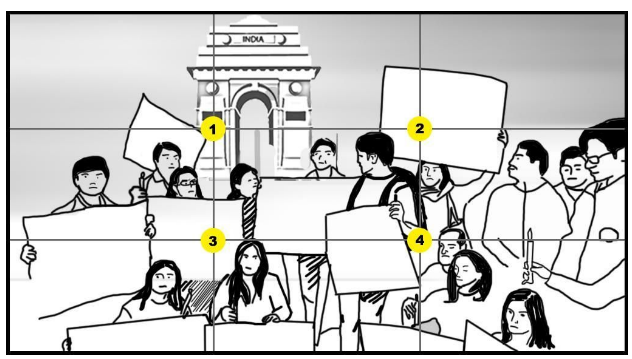

লং শটে এই জায়গার মধ্যে থাকা চরিত্রগুলি ধরা পড়বে এবং তাদের পুরো শরীর দেখা যাবে।

১। ইমারত – কোথায় এবং কেন।

২। বিক্ষোভকারীরা – গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

৩। ব্যানার – তারা কী চায়, বিক্ষোভ কেন।

৪। আরও বিক্ষোভকারী – গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

লং শটে বোঝা গেল বিক্ষোভের মূল চরিত্র কারা, কী তাদের দাবি। পুলিশ আর বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কী সম্পর্ক তাও বোঝা গেল।

মিডিয়াম (মাঝামাঝি) বা আধাআধি শট (MS)

মিডিয়াম শট কোনও নির্দিষ্ট চরিত্রকে ধরবে এবং অর্ধেক শরীর দেখাবে।

১। ব্যানার – বিক্ষোভকারীরা কী চায়, কেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

২। ইমারত – কোথায়, কেন বিক্ষোভ।

৩ এবং ৪। এই বিক্ষোভকারীরা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

এই মিডিয়াম শটে কোনও নির্দিষ্ট বিক্ষোভকারীকে ধরে তাঁর বিক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। পেছনে আবার দেখা যাচ্ছে কোথায় ঘটনাটা ঘটছে। ইমারত এবং বিক্ষোভকারীর মাঝের জায়গাটায় তিনি কী বিষয়ে কথা বলছেন তা দেখা যাচ্ছে।

/ক্লোজ-আপ (CU) বা কাছ থেকে শট

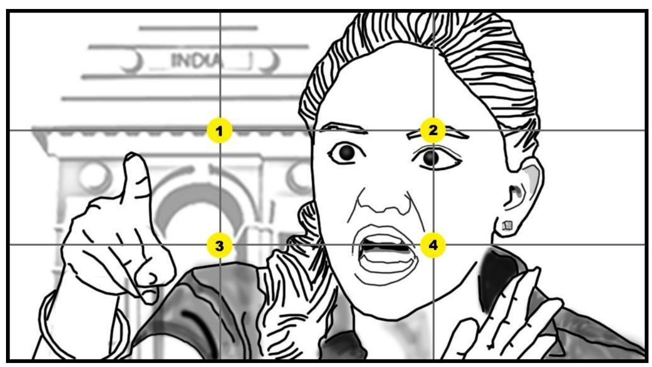

ক্লোজ-আপ শট কোনও একটি চরিত্রের আবেগগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। কোনও মানুষের ক্লোজ-আপ বলতে মোটামুটি তার মাথা থেকে বুক পর্যন্ত বোঝায়।

১ এবং ৩। ইমারত – কোথায় এবং কেন বলে দিচ্ছে।

২ এবং ৪। একজন বিক্ষোভকারী ক্যামেরার সামনে কথা বলছেন, কেন তিনি এখানে এসেছেন তা ব্যাখ্যা করছেন।

এই ক্লোজ-আপ শটটি একজন বিক্ষোভকারীর আবেগকে তুলে ধরছে, তাঁর প্রতিবাদের কারণটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। চারটে পয়েন্টের সবকটিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে না পারলেও, আপনার প্রাথমিক কাজ হল আবেগ ও অনুভূতিকে ধরা, চারটে বিন্দুর মাঝে একটা নিখুঁত ফ্রেম তৈরি করা নয়।

এক্সট্রিম ক্লোজ-আপ (ECU) বা খুব কাছের শট

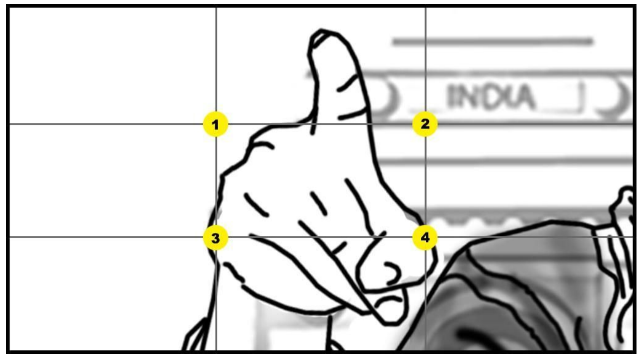

এক্সট্রিম ক্লোজ-আপ নির্দিষ্ট কোনও অ্যাকশনকে তুলে ধরে অথবা কারও মুখটাকে (মাথা থেকে থুতনি পর্যন্ত) ভাল করে দেখায়।

১। কিছু না।

২। ইমারতটি – অর্থাৎ কোথায় এবং কেন

৩ এবং ৪। কী ধরনের প্রতিবাদ এবং কী রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা হাতের ভঙ্গীতে বোঝানো হচ্ছে।

এক্সট্রিম ক্লোজ-আপ মনে হয় খুবই সাধারণ, কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরও বড় পরিধির শটে যে খুঁটিনাটিগুলো হারিয়ে যায়, তা এতে ধরা পড়ে। খেয়াল রাখবেন, যাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয় ওই চারটে বিন্দুর কোনও একটিতে থাকে।

আরও দুটি শট যার সম্পর্কে আপনার জানা উচিত

পয়েন্ট অভ ভিউ (POV) বা দৃষ্টিকোণ শট (কেবল মানুষের ক্ষেত্রে)

একে সাবজেকটিভ ক্যামেরাও বলা হয়। এটা হল ছবির ছোট একটা সিন যাতে একটি চরিত্র যা দেখছে তা ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখানো হয়।

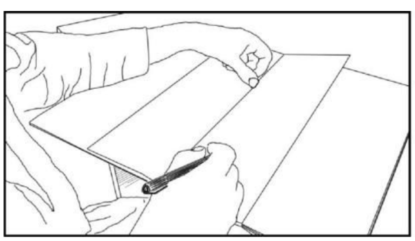

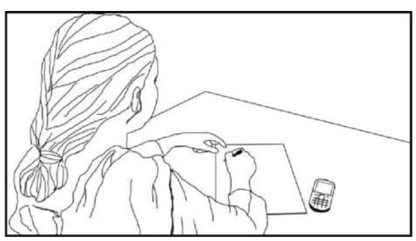

ওভার দা শোলডার (OTS) বা কাঁধের ওপর দিয়ে শট

আরেক জন লোকের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখার মত করে কারোর ছবি তোলাকে ওভার দা শোলডার শট নেওয়া বলে।

একটি অ্যাকশনের পাঁচ রকম শটের উদাহরণ

বি রোল: ভিডিওটির গল্প এবং চরিত্রগুলি দেখাতে যে যে ছবি তোলা হচ্ছে, যার ওপর শব্দ (সাক্ষাৎকার ও ভাষ্য) বসিয়ে ছবিটি তৈরি হবে, সেগুলিকে ‘বি রোল’ বলে।
সব বি রোলগুলিকে ‘সিকুয়েন্স’ হিসাবে তুলতে হবে।

সিকুয়েন্স বা ঘটনা পরম্পরা তৈরি হয় একই অ্যাকশনের মধ্যে পর পর বিভিন্ন শট সাজিয়ে, যা এডিট করে সম্পূর্ণ ঘটনা বা অ্যাকশনটি দেখানো হবে। ধরা যাক, কোনও মহিলা রুটি করছেন। কেবল তাঁর রুটি বেলার একটা লং শট দেখালেই তো চলবে না, রুটি করার সময় তাঁর হাতে ক্লোজ-আপ, মুখের ক্লোজ-আপ, তাঁকে ওভার দা শোলডার ধরা, রুটি বেলার লং শট, সবই দেখাতে হবে (আগে যে পাঁচটি মূল শটের কথা বলা হয়েছে তা মনে করুন)।প্রতিটি আলাদা আলাদা অ্যাকশনের নিজস্ব সিকুয়েন্স থাকবে।

একটা লোকেশনেরও সিকুয়েন্স হতে পারে। যেমন, আপনার ভিডিও যদি রাস্তার খারাপ অবস্থা নিয়ে হয়, আপনাকে এই রাস্তায় বিভিন্ন অ্যাকশনের সিকুয়েন্স তুলতে হবে। রাস্তায় গাড়ি যাতায়াতের একটা লং শটই যথেষ্ট নয়। আপনাকে গাড়ির টায়ারগুলোর ক্লোজ-আপ নিতে হবে, কাহিনীর প্রসঙ্গটা বোঝাতে পথের ধারের বিভিন্ন চিহ্নের ক্লোজ-আপ নিতে হবে, সুবিধামত জায়গা থেকে রাস্তাটার একটা এক্সট্রিম লং শট নিতে হবে, ইত্যাদি।

সিকুয়েন্স প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা

এক জায়গায় তোলা পরপর সিকুয়েন্স (ঘটনা ও অ্যাকশন) মিলে একটা ‘সিন’ বা দৃশ্য তৈরি হয় (যেমন, একটা রেস্তোরাঁয় খাওয়ার দৃশ্যে অনেক অ্যাকশন থাকতে পারে – লোকে খাচ্ছে, ওয়েটাররা খাবার দিচ্ছে, ইত্যাদি)। সিকুয়েন্স হল কতগুলো শট যা এডিট বা সম্পাদনা করে পরপর সাজালে একটা গল্প বলবে বা একটা কাজকে ব্যাখ্যা করবে। আপনার ভিডিওটিতে

যে ব্যক্তির সম্পর্কে আপনি ছবি করছেন তাঁর সঙ্গে জড়িত এমন কিছু অ্যাকশনের সিকুয়েন্স থাকতে হবে, যা নিত্যনৈমিত্যিক। তার মধ্যে ক্লোজ-আপ, মিড শট, লং শট, পয়েন্ট অভ ভিউ, ইত্যাদি সব রকম শট থাকলেই ভাল হয়। নীচে একজন মহিলার কাজ করার ছবির উদাহরণ দেওয়া হল। এতে পরপর পাঁচটি শট দেখানো হয়েছে, যা একসঙ্গে মিলে আপনার ভিডিওতে একটি সম্পূর্ণ নাটকীয় ঘটনা বা অ্যাকশন তৈরি করবে। আগেই বলা হয়েছে, একই লোকেশনে (যেমন, একটি রেস্তোরাঁয়) পরপর সিকুয়েন্স কীভাবে একটি দৃশ্য তৈরি করতে পারে। অবশ্যই, সিকুয়েন্সকে আপনি যে বিষয় নিয়ে ভিডিও তুলছেন তার সঙ্গে অথবা যে চরিত্রটিকে দেখাতে চাইছেন তার জীবনসংগ্রামের সঙ্গে জড়িত হতে হবে।

নিত্যনৈমিত্যক কাজ: এ হল এমন কিছু কাজ, যা আপনার চরিত্ররা একবার নয়, বহুবার করে থাকে। আপনার প্রধান

চরিত্রকে যদি তাঁর বাড়িতে দেখানো হয়, তবে তাঁর বাড়ির দৈনন্দিন কাজগুলি দেখাতে হবে। যেমন, একজন কৃষকের গরুগুলি ঘরে আনা, কারোর রুটি করা, ঘর পরিষ্কার করা, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর জন্য তৈরি করা, ইত্যাদি। এইসব কাজের ছবি তুলে রাখলে তা আপনার ছবিটিকে গতি দেবে এবং আকর্ষণীয় করে তুলবে।

প্রি-রোল: আপনার ভাষ্য বা ক্যামেরার সামনে কথা বলা (PTC) শুরু করার আগে অন্তত তিন সেকেন্ড ক্যামেরা চালু রাখবেন, যাতে শুরুর কথাটি রেকর্ডিং-এ বাদ না যায়।

পোস্ট-রোল: আপনার ভাষ্য বলা শেষ হয়ে যাওয়ার অন্তত তিন সেকেন্ড পরে শটটি কাটবেন। বি-রোল ও সিকুয়েন্সের জন্য এই পোস্ট-রোল অংশটি জরুরী। যেমন, যদি একটা সাইকেল চালানোর লং শট নেন, শটটি কাটার বা শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। সাইকেলটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তিন সেকেন্ড পরে শট কাটবেন।

সুন্দর কম্পোজিশন কীভাবে করতে হয়

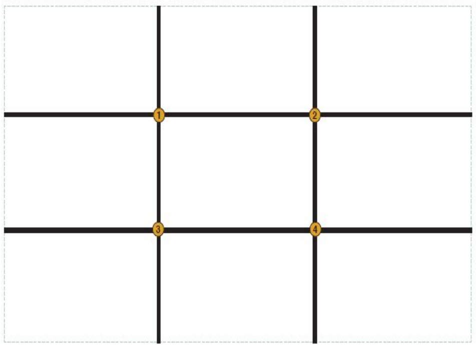

রুল অভ থার্ডস মেনে চলুন

এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আমরা একটি শট বা ফ্রেমের ভারসাম্য (অর্থাৎ কোথায় জোর পড়ছে) বুঝতে পারবো এবং সেই অনুসারে ছবি তুলতে পারবো। এটা করতে হলে ছবিটাকে মনে মনে লম্বালম্বি এবং আড়াআড়ি দুটো করে রেখা টেনে ন'টা সমান ভাগে ভাগ করতে হবে। এই রেখাগুলো আমাদের শটটা কেমন হবে তা বুঝে কম্পোজিশন করতে সাহায্য করবে।

এই ছবিটিতে, একজনের চোখের ওপর দিয়ে একটা রেখা যাচ্ছে এবং মুখের ওপর ডানদিকের একটা রেখাকে সমকোণে ছেদ করছে। লোকটি তার বিপরীতে আর একজনের দিকে তাকিয়ে আছে, যাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সেদিকের ফাঁকা জায়গা এই দেখার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং একটা সুষম কম্পোজিশন তৈরি করছে।

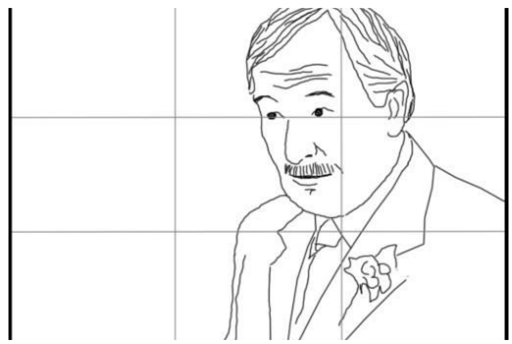

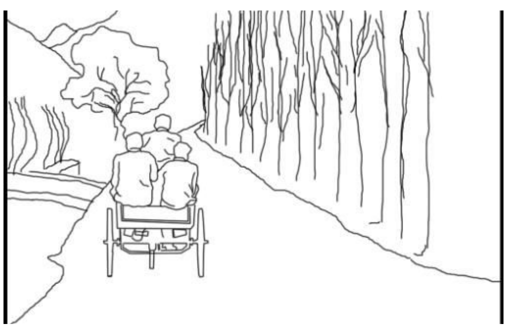

এই ছবিতে রিক্সা থেকে সরাসরি রাস্তার ভাঙনের অংশটি দেখা যাচ্ছে। ফ্রেমের বাঁ দিকে ভারসাম্য ঝুঁকে আছে এবং এমন একটা রেখাও রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টিকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। সুন্দর কম্পোজিশন।

মাথার ওপর আর নাকের পাশে জায়গা ছাড়ুন

ফোকাসে রাখা ব্যক্তি বা বস্তুর মাথার ওপরের ফাঁকা জায়গাকে বলে **হেড রুম**।

(খুব বেশি)

(খুব কম)

(একদম ঠিক)

কেউ যেদিকে যাচ্ছে বা তাকিয়ে আছে সেদিকের ফাঁকা জায়গাকে বলে **নোজ রুম** বা **ওয়াকিং রুম**।

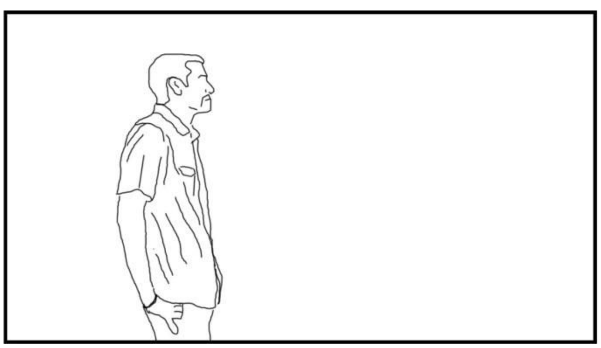

যখন কেউ কথা বলছে, নোজ রুমটা গুরুত্বপূর্ণ

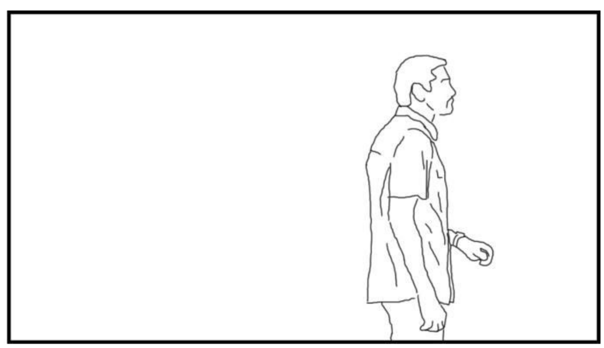

যখন কেউ চলছে, তখনও নোজ রুম গুরুত্বপূর্ণ

আনুভূমিক রেখা বনাম কোনাকুনি রেখা

রেখা

আমরা যা দেখি তার সব কিছুর মধ্যেই রেখা থাকে। বিভিন্ন রেখা সাজিয়ে একটা আকার তৈরি হয়। কোনও জিনিসের বিন্যাস, অবস্থান, কোণ, বিভিন্ন আকারের অনুপাত, ছায়া, আলো, ঢেউ-খেলানো চেহারা, ইত্যাদি আরও অনেক রেখা ও আকার তৈরি করে।

আড়াআড়ি, লম্বালম্বি, কোনাকুনি, বাঁকা, আঁকাবাঁকা – এগুলি হল কয়েকটি মৌলিক রেখা।

আনুভূমিক রেখা

এই রেখাগুলো ফ্রেমের এক একটা ধারের সঙ্গে লম্বভাবে বা সমকোণে থাকে (ছবি দেখুন)। বেশিরভাগ সময় এই আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি রেখাগুলোর জন্য ছবিতে কোনও গভীরতা নেই বলে মনে হয়। আরও মনে হয় যে ছবিতে যেন নড়াচড়ার কোনও জায়গা নেই।

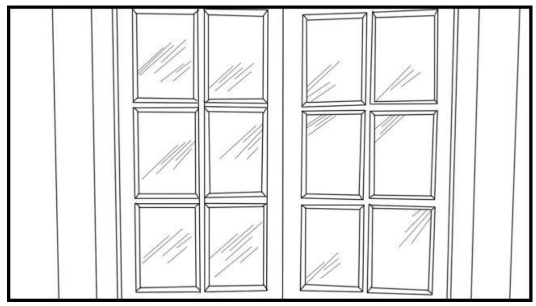

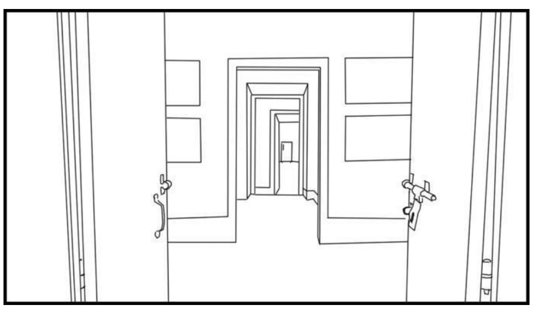

কোনাকুনি রেখা

এই রেখাগুলো ফ্রেমের ধারের সঙ্গে কোনাকুনিভাবে থাকে (ছবি দেখুন)। এই কোনাকুনি রেখাগুলো ছবিকে গভীরতা দেয়। তাতে চলাফেরার জায়গা আছে বলে মনে হয়।

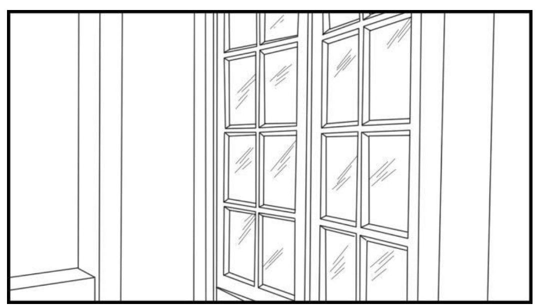

দ্রষ্টব্য:

সবসময় যে কেবল কোনাকুনি রেখাগুলিই ছবিকে গভীরতা দেয় তা নয়, কখনও কখনও আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি রেখাও তা করতে পারে (ছবি দেখুন)।

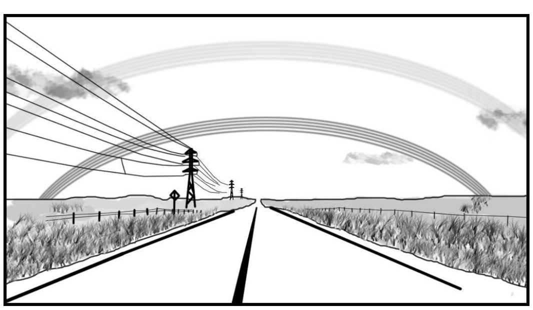

বাঁকা রেখা

এই ছবিতে আমরা দেখছি একটা সুন্দর বাঁকা রামধনু উঠেছে আর আনুভূমিক দিগন্তরেখা তাকে ধরে রেখেছে। বিভিন্ন রেখা মিলে যেন ফ্রেমের মধ্যে ফ্রেম তৈরি করেছে।

আঁকাবাঁকা রেখা

এই ছবিতে বিভিন্ন ধরনের রেখা মিলে যে কম্পোজিশন তৈরি করছে, তা জট পাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু আবার যেন বিভিন্ন দিকে যাওয়ার পথ খুলে দিচ্ছে।

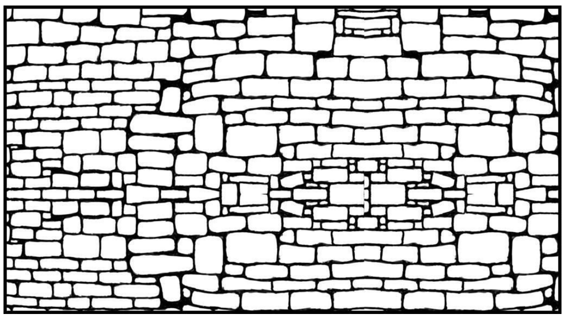

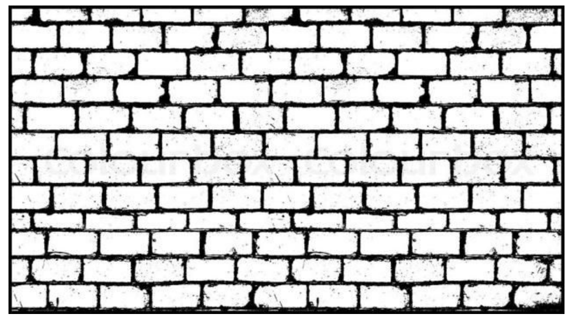

নকশা: নকশা হল কম্পোজিশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নকশা কখনও কখনও ছবিকে দেখতে ভাল করে তোলে, কিন্তু কখনও আবার নকশা ভাঙার মধ্যে দিয়েই ছবিটা আকর্ষণীয় এবং নাটকীয় হয়ে ওঠে।

শট লিস্ট তৈরি করুন

শুট করার আগে প্রত্যেক লোকেশনের জন্য একটি করে শট লিস্ট তৈরি করুন।

শট লিস্টে কী কী থাকবে:

- লোকেশন (কোথায় শুট করা হবে)?
- প্রধান চরিত্র কে?
- কোন কোন সিকুয়েন্স পাওয়া যেতে পারে?
- যে শটগুলি লোকেশন বা জায়গাটিকে প্রতিষ্টিত করবে:
    - প্রতিষ্ঠা শট
    - লং
    - মিডিয়াম
    - ক্লোজ-আপ
    - ডিটেল
- যে শটগুলি চরিত্রটিকে প্রতির্ষ্ঠিত করবে:
    - প্রতিষ্ঠা শট

○ ওভার দা শোলডার
○ হাতের ক্লোজ-আপ
○ মুখের ক্লোজ-আপ
○ এক্সট্রিম ক্লোজ-আপ
○ 'ইন্টারেস্টিং' অ্যাঙ্গল থেকে শট
○ অ্যাকশন শট

আলো

এমন জায়গায় শুট করুন যেখানে যথেষ্ট প্রাকৃতিক আলো আছে। শুট করার সবচেয়ে ভাল সময় সকাল আর সন্ধে, যখন আলোটা মাথার ওপর থাকে না। তাতে রংগুলো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে, কোনও কড়া ছায়া পড়ে না এবং কোনও কিছুতেই বেশি আলো বা কম আলো লাগার ভয় থাকে না।

আপনার ক্যামেরায় কম আলোয় ভাল ছবি ওঠে না। যতদূর পারেন বাইরে ছবি তুলুন আর রাতে ছবি তোলা এড়িয়ে চলুন। রাতে ছবি তোলা খুব জরুরি মনে হলে অবশ্যই একটা ব্যাটারিচালিত জোরালো আলো নিয়ে যাবেন। রাতে বা কম আলোয় শুটিং-এর পরিকল্পনা করার আগে এই আলোয় একটু ছবি তুলে দেখে নিন কেমন লাগছে।

যার ছবি তুলছেন সে যদি জানালার পাশে থাকে আর তার পেছন থেকে আলো আসে, তবে তার মুখ অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় এধরনের শট নেবেন না। আলোর উৎস (সূর্য অথবা বাল্ব যাই হোক না কেন) যে ক্যামেরা চালাচ্ছে তার পেছনে থাকা উচিত, যদি না যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তার পরিচয় গোপন রাখতে হয়।

শুট করার পর ফিল্ড নোট নিন

একবার শুট করা হয়ে যাওয়ার পর পাঁচ মিনিট একটু বসে নিয়ে কয়েকটা কথা লিখে রাখা একটা ভাল অভ্যাস। একটা সাদা কাগজ নিয়ে তার ওপর দিকে লিখুন, 'শুট নোটস'। তার নীচে মনে থাকতে থাকতে লিখে রাখুন, সবচেয়ে ভাল দৃশ্য কী দেখা গেছে, সাক্ষাৎকারের সময় সবচেয়ে ভাল উক্তি কোনটিকে মনে হয়েছে। আপনার এডিটারের কাছে এডিট নোটস পাঠানোর সময় এগুলো কাজে লাগবে।

শুটিং-এর কিছু সাধারণ পরামর্শ

সেরা অভ্যাস:

- ভিডিও সাংবাদিক হিসেবে আপনাকে শুটিং-এর জন্য যতটা সময় দিতে হবে তার দ্বিগুণ সময় দিতে হবে শুটিং-এর সময় ভাবনাচিন্তা করতে, যাতে প্রতিটি শটই প্রয়োজনীয় এবং অর্থবহ হয়।
- আপনার কাজে যত শৃঙ্খলা থাকবে, ততই তা ভাল এবং সহজ হবে।
- আপনার ক্যামেরা যেন আপনার শরীরের একটা অঙ্গ হয়ে যায় এবং আপনার চোখের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে।
- হাতে ক্যামেরা নিয়ে কোনও গ্রামে বা বাড়িতে ঢুকে ছবি তুলতে আরম্ভ করবেন না। ক্যামেরা ব্যাগে রাখুন। আগে ঘরের হালচাল বুঝুন। চরিত্রগুলিকে স্টাডি করুন। কীভাবে কাজ হয় দেখুন। সেখানকার লোকজন আপনার উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠুক। আর আপনিও ততক্ষণে শুটিং প্ল্যানটা করে নিন।
- শুটিং-এর জায়গায় কী ঘটে চলেছে তা ভাল করে মেপে নিন। বাস্তবকে (দৃশ্যটাকে) সাত-আটটা ঘটনায় (অ্যাকশনে) ভাগ করে নিন। সেগুলোর একটা তালিকা করুন। আপনার চোখ কোথায় যাচ্ছে দেখুন (আপনার ক্যামেরাও সেই দিকে যাবে)।
- এবার প্রত্যেকটা সিন বা অ্যাকশনকে এক একটা স্টিল বা স্থিরচিত্র ধরে নিয়ে সেগুলির একটা সিরিজ শুট করুন। এক একটা সিনকে অন্তত পাঁচটা সিকুয়েন্সে ভাগ করুন। যেমন ধরুন এক মহিলার রান্না করার ছবি তুলছেন। আপনি এমনভাবে সিনটা ধরতে চান যাতে তা অর্থবহ এবং কার্যকর হয়, তাই তো? এখন আপনি যে প্রশ্নগুলির উত্তর চান, তা নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন (তিনি কী রান্না করছেন? কীভাবে রান্না করছেন? ইত্যাদি)। সিনটাকে এমন পাঁচটা শটে (সিকুয়েন্সে) ভেঙে দিন যাতে আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর মেলে (রাঁধুনীর হাতের ECU, খাবারের ECU, মুখের CU, রাঁধুনীর পাশ থেকে MS, রাঁধুনীর OTS)।
- যে সিকুয়েন্সগুলি ভিডিওতে দেখতে ভাল হবে মনে হচ্ছে সেগুলির একটা তালিকা করুন। শুট করার আগে আপনার VV মেন্টরকে ফোন করে সেগুলি বলুন। তাতে তিনি আপনি যে গল্পটা শুট করতে চাইছেন তার একটা ধারণা করতে পারবেন এবং আপনাকে আরও কিছু দৃশ্যের পরামর্শ দিতে পারবেন।
- গল্পে যত বেশি বি রোল থাকবে ততই তা আকর্ষণীয় হবে। একটা দুমিনিটের ভিডিওতে একটা ৩০ সেকেন্ডের সাক্ষাৎকার দেখতে একঘেঁয়ে লাগতে পারে। লোকে বরং সাক্ষাৎকারটি চলতে চলতে আরও কিছু দৃশ্য দেখতে চাইবে। এতে ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতাটা আরও ভাল হবে এবং দর্শককে ছবিতে যা বলা হচ্ছে তা আরও ভাল করে বুঝতে সাহায্য করবে।

- যখন কোনও এফ আই আর, আর টি আই দরখাস্ত, ইত্যাদি দেখানোর দরকার হবে একমাত্র তখনই স্টিল বা স্থিরচিত্র তুলতে পারেন। মনে রাখবেন যে আপনার ক্যামেরায় খুব কাছ থেকে ছবি ভাল নাও উঠতে পারে। অনেক সময় সেগুলি অস্পষ্ট বা আউট অভ ফোকাস হয়ে যাবে। এরকম ক্ষেত্রে, ক্যামেরাটি এমন দূরত্বে ধরুন যাতে ওই কাগজ বা জিনিসটি স্পষ্ট ফোকাসে থাকে।
- আপনার তোলা চূড়ান্ত ফুটেজের ৫০% ক্লোজ-আপ ও এক্সট্রিম ক্লোজ-আপ, ২৫% মিড শট আর বাকি ২৫% লং শট অথবা এক্সট্রিম লং শট হওয়া উচিত। অর্থাৎ, শটগুলির অর্ধেক ক্লোজ-আপ ও এক্সট্রিম ক্লোজ-আপ, এক-চতুর্থাংশ মিডিয়াম শট ও এক-চতুর্থাংশ লং ও এক্সট্রিম লং শট হবে।
- একটি ভাল ভিডিও কাহিনীতে দৃশ্য এবং 'টকিং হেডস' বা 'কথা বলা মাথা' ৮০:২০ অনুপাতে থাকবে। টকিং হেড যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের (বাইট) বা আপনার (PTC) হতে পারে। তাহলে, আপনার গল্পের ৮০% দৃশ্য আর ২০% সাক্ষাৎকার এবং/অথবা PTC মিলিয়ে হবে।
- ছোট আকারে ভাবুন। একটা বিশাল মহাকাব্য রচনা করতে যাবেন না। ছোট ছোট গল্পই সবচেয়ে ভাল কাজ করে। একা থাকেন, এমন এক ঘরহারা নারীর কষ্ট সবাই মনে রাখে। গোটা অর্থনীতির কথা কেউ মনে রাখে না। ছবি তোলা আর গল্প বলা, দুই ক্ষেত্রেই এক্সট্রিম ক্লোজ-আপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- গল্প অনুযায়ী শুট করতে হয়। স্ক্রিপ্টে কী আছে ভেবে নিয়ে সেই অনুসারে শুট করবেন। আপনি ভয়েস-ওভার বা ভাষ্যে যা বলবেন তার সঙ্গে দেখানোর মত দৃশ্য থাকতে হবে।

টেকনিক্যাল পরামর্শ:

- প্রতিটি শটকে অন্তত ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড সুস্থিরভাবে ধরে রাখুন।
- জুম, প্যান বা টিল্ট করবেন না।
    - উদ্দেশ্যমূলক প্যান: যদি ক্যামেরা নড়াতেই হয়, এই নিয়মগুলি মেনে চলুন:
    - ক্যামেরা না নড়িয়েও ওই দৃশ্যটি একবার অবশ্যই তুলে রাখবেন।
    - ক্যামেরার নড়াচড়া যেন ফ্রেমের মধ্যেকার চরিত্র বা বস্তুটির নড়াচড়ার সঙ্গে তাল রেখে চলে। কেউ যখন হাঁটছে বা সাইকেল চালাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাকে নড়ান। তাতে হাত কাঁপা বা ঝাঁকুনি লাগা কম বোঝা যাবে।
    - ক্যামেরার নড়াচড়ার একটা স্পষ্ট শুরু ও শেষ থাকতে হবে। ক্যামেরা নড়ানোর আগে এবং পরে অন্তত ১০ সেকেন্ড স্থিরভাবে ফ্রেমটাকে ধরে রাখুন। আপনার বিষয়, অর্থাৎ যাকে তুলছেন সে, ফ্রেম ছেড়ে বেরিয়ে যাক। যদি একটা চলন্ত সাইকেলকে তোলেন, ক্যামেরা নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলুন, তারপর একটা উপযুক্ত জায়গায় দাঁড়ান এবং সাইকেলটাকে ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যেতে দিন। সেটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আরও ১০ সেকেন্ড স্থিরভাবে ক্যামেরা ধরে রাখুন।
    - যেখানে সম্ভব বিষয়কে (অর্থাৎ যার ছবি তুলবেন তাকে) ফ্রেমে ঢুকতে দিন। যদি জল আনতে যাওয়া এক নারীকে তুলতে চান, আগে একটা ভাল দেখে ফ্রেম ধরে রেখে সেখানে তাঁকে ঢুকে আসতে দিন।
- এক জায়গায় এবং এক পরিস্থিতিতে হলেও, সব দৃশ্যগুলিকেই বিভিন্ন ক্যামেরা অ্যাঙ্গল থেকে তুলে রাখুন।

- এমন জায়গায় শুট করুন যেখানে যথেষ্ট প্রাকৃতিক আলো আছে। শুট করার সবচেয়ে ভাল সময় সকাল আর সন্ধে, যখন আলোটা মাথার ওপর থাকে না। নরম আলো যার ছবি তোলা হচ্ছে তাকে সবচেয়ে ভালভাবে দেখায়। রংগুলো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে এবং কোনও কড়া ছায়া পড়ে না।
- যার ছবি তুলছেন সে যদি জানালার পাশে থাকে আর তার পেছন থেকে আলো আসে, তবে তার মুখ অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় এধরনের শট নেবেন না। আলোর উৎস (সূর্য অথবা বাল্ব যাই হোক না কেন) যে ক্যামেরা চালাচ্ছে তার পেছনে থাকা উচিত, যদি না যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তার পরিচয় গোপন রাখতে হয়।
- আপনার ক্যামেরায় কম আলোয় ভাল ছবি ওঠে না। যতদূর পারেন বাইরে ছবি তুলুন আর রাতে ছবি তোলা এড়িয়ে চলুন।
- একটি চরিত্রের কোনও অ্যাকশনের ছবি তুলতে তুলতে মনে কোনও প্রশ্ন জাগলে তা জিজ্ঞাসা করে ফেলুন। এতে একটা আগে থেকে তৈরি না করা উত্তর পাওয়া যাবে এবং তার প্রসঙ্গটাও বোঝা যাবে।
- ঠিকমত ফ্রেম করাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিকমত সময় দেওয়াও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। পুরো অ্যাকশনটাই যাতে তোলা হয় তা দেখবেন। পুরো অ্যাকশনটা রেকর্ড করলে একটা শটেই একটা গল্প বলা সম্ভব। অ্যাকশনটা যাতে বোঝা যায় তার জন্য তার আগে ও পরে সময় দিতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় আগে ও পরে, দুদিকেই ১০-২০ সেকেন্ড সময় রাখলে। অ্যাকশনটা যত ছোটই হোক না কেন, পুরো শটটা অন্তত ৩০ সেকেন্ডের হতে হবে।
- আপনার বি রোলে ধরা প্রাকৃতিক বা আশপাশের শব্দগুলি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বি রোল তোলার সময় কথা বলবেন না বা প্রশ্ন করবেন না।

সাক্ষাৎকার নেওয়া

আপনার গল্পের জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়ার উদ্দেশ্য হল যাতে বিভিন্ন কন্ঠস্বর পাওয়া যায় যারা বলবে সমস্যাটা কী, কীভাবে তা তাদের প্রভাবিত করছে এবং কী করা দরকার। আপনার গবেষণার পর্যায়ে আপনি ঠিক করবেন কারা সেই কন্ঠস্বর দিতে পারে।

মুল চরিত্র বেছে নেওয়া

ভাল সাক্ষাৎকার পেতে হলে একটা আকর্ষনীয় বিষয় বাছতে হবে। গল্পের চরিত্রগুলি শক্তপোক্ত হওয়া দরকার। এভাবে দর্শকদের সঙ্গে একটা মানবিক যোগাযোগ তৈরি হবে এবং তারা বিষয়টা নিয়ে ভাববার কারণ খুঁজে পাবে। আপনি একটি চরিত্রকে ফোকাস করার জন্য বেছে নিয়ে তা করতে পারেন। তার জন্য:

- এমন চরিত্রকে বেছে নিন যার একটা গুরুত্বপূর্ণ গল্প বলার আছে
- এমন চরিত্রকে বাছুন যে স্পষ্টভাবে তাদের গল্পটা বলতে পারে

অনুমতি নিন

কমিউনিটি করেসপন্ডেন্ট বা সামাজিক সংবাদদাতা হিসাবে আপনাকে কমিউনিটি মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমের মৌলিক নৈতিকতাকে বুঝতে হবে। সবসময় আপনার ভিডিওতে যাদের দেখানো হচ্ছে তাঁদের অনুমতি নিন এবং তাঁরা যাতে এর ফলে কী হতে পারে সেটা বুঝতে পারেন তা নিশ্চিত করুন। যদি তাঁরা ছবির মধ্যে ফোকাসে থাকেন বা তাঁদের স্পষ্ট দেখা যায় তবে তাঁদের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। যদি বুঝতে নাও পারেন যে শটটা আপনার দরকার হবে কিনা, তাহলেও অনুমতি নিন।

১। সবসময় শুটিং-এর আগেই অনুমতি নেবেন।

২। সবসময় কী পরিণতি হতে পারে তা বুঝিয়ে বলুন। কখনও বলবেন না যে, “কিছু হবে না,” কারণ কিছু হতেই পারে।

৩। কী হতে পারে তা ব্যাখ্যা করুন। তাঁদের বলুন যে তাঁদের গ্রামের এবং সারা পৃথিবীর লোক এই ভিডিওটা দেখতে পারে।

৪। তাঁরা কী ধরনের সহায়তা পেতে পারেন তাও বলুন। আপনার ফোন নম্বর দিয়ে বলুন কোনও সমস্যা হলে আপনাকে ফোন করতে। বলুন যে কোনও কিছু হলে ভিডিও ভলান্টিয়ার্স যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরা তাঁর নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারছি না।

৫। অনুমতি পাওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায় হল এই ভিডিওর মাধ্যমে তাঁরা কোনও পরিবর্তন আনতে পারবেন, এটা ভাবতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। তাঁদের সাক্ষাৎকার কীভাবে ব্যবহার করা হবে এবং কীভাবে তা পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে, তা বুঝিয়ে বলুন।

লিঙ্গসমতা বিষয়ক অন্যান্য ভিডিও থেকে উদাহরণ দিন।

৬। প্রযোজকরা বিষয়টির সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা বুঝিয়ে বলবেন। আপনি কীভাবে এই বিষয়টি সম্পর্কে সরব হচ্ছেন তা শুনলে তাঁরাও নিজেদের কথা বলতে অনুপ্রাণিত হবেন।

৭। আপনি নির্ধারিত সময়ে পৌঁছনোর পর যদি কেউ হঠাৎ ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি না হন, ওই গ্রামেই একই রকম আর কোনও কাহিনী খঁজে বার করতে চেষ্টা করুন, যাতে আপনাকে খালি হাতে ফিরে আসতে না হয়।

৮। একজন যদি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি না হন, আর কাউকে দিয়ে একই গল্প বলানোর একটা উপায় খুঁজে বার করুন। যেমন, আপনার ভাষ্যে বলতে পারেন, "আমার এক বন্ধু আছেন যিনি ধর্ষিতা হয়েছেন। আমি তাঁর নাম বা পরিচয় দিতে পারছি না কারণ তিনি ইতস্তত করছেন এবং ভয় পাচ্ছেন। তাঁর কেন এরকম মনে হচ্ছে তা আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি। তিনি যদিও এই ভিডিওতে থাকবেন না, আমি তাঁর কাহিনী বলবো, যাতে আমরা সকলে তা জানতে পারি এবং কিছু করতে পারি।" অথবা, "অমুক সরকারি আধিকারিক আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। আমার মনে হয়, এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তিনি কিছু লুকোতে চান!"

৯। ধর্ষণ বা বেশ্যাবৃত্তির মত সংবেদনশীল বিষয়ের ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট বাড়িতে যাওয়ার সময় সর্বদা ক্যামেরা আর মাইক ব্যাগের ভেতর রাখুন। সতর্ক থাকুন।

১০। যে বা যারা কথা বলবেন, তাঁরা স্বচ্ছন্দ বোধ করলে তবেই সাক্ষাৎকার শুরু করুন।

১১। বলুন যে তাঁদের মুখ নাও দেখানো যেতে পারে। তাঁদের পেছনে আলো থাকলেই মুখ দেখা যাবে না। এইভাবে কয়েক সেকেন্ড ছবি তুলে তাঁদের দেখিয়ে সম্মতি নিন। আপনার ওপর তাঁদের সম্পূর্ণ ভরসা থাকা জরুরি – তাঁরা ইতস্তত করলে আপনি ভাল সাক্ষাৎকার পাবেন না।

১২। কোনও একান্ত ব্যক্তিগত বা বেদনাদায়ক সাক্ষাৎকার বা কাহিনী তোলার সময় লোকেশন ছেড়ে চলে আসার আগে যার সাক্ষাৎকার নিলেন তাঁকে একবার পুরোটা দেখান।

এর সঙ্গে 'জেন্ডার প্রজেক্ট ফিল্ড গাইড'-এর 'যৌনহিংসা' অংশে অনুমতি সংক্রান্ত অধ্যায়টিও পড়ে নিন।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

সাক্ষাৎকার শুট করার সময় যে প্রশ্নগুলি করতে পারেন তার একটা তালিকা গবেষণার পর্যায়েই করে নিন।

- দেখুন যাতে আপনার সব প্রশ্নগুলোই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।
- প্রক্রিয়াটা বুঝিয়ে বলুন। যার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তাঁর স্বচ্ছন্দ বোধ করাটা জরুরি। সাক্ষাৎকার শুরু হওয়ার আগে তাঁকে সংক্ষেপে আপনার গল্পটা আর এই সাক্ষাৎকারের ভূমিকাটা বলুন।
- কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর হয় এমন প্রশ্ন না করাই ভাল। যেমন, 'আপনার ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায়?' – এর

উত্তর ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ দিয়ে দেওয়া যায়। তার চেয়ে বরং প্রশ্ন করুন, ‘আপনার ছেলেমেয়েরা কীভাবে পড়াশোনা চালাচ্ছে?’ এতে উত্তরদাতা পরিস্থিতিটা খুলে বলবেন। এই ধরনের প্রশ্নে সাধারণত ‘কেন’, ‘কীভাবে’, ইত্যাদি থাকবে।

- আর একটা উদাহরণ – ‘এ পাড়ায় থাকতে আপনার ভাল লাগে?’ এভাবে জিজ্ঞাসা না করে বরং প্রশ্ন করুন ‘এ পাড়ায় থাকতে কেমন লাগছে?’

কীভাবে সাক্ষাৎকার নেবেন ও শুট করবেন

যার সাক্ষাৎকার নেবেন তিনি স্বচ্ছন্দে বসেছেন কিনা দেখুন। ক্যামেরা চালানোর আগেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করুন। সংবেদনশীল বিষয়ের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

- একটা আকর্ষণীয় ব্যাকগ্রাউন্ডে ভাল করে ওই ব্যক্তিকে ফ্রেম করুন। তাঁর মাথার ওপর আর চোখের সামনে যথেষ্ট জায়গা এবং আলো যেন থাকে। নানা ভাবে ফ্রেম করে কোনটা ভাল লাগছে দেখুন।
- একটা মোটামুটি চুপচাপ জায়গা খুঁজে নিন, যেখানে কোনও জোর, যান্ত্রিক বা বিরক্তিকর শব্দ আসছে না। রেকর্ডিং-এর সময় আওয়াজ করে এমন আলো, পাখা, ইত্যাদি যেন অফ করে রাখা হয় দেখবেন।
- সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় যদি আরও কিছু লোকজন আশেপাশে থাকেন, তাঁদের শব্দ না করতে অনুরোধ করুন। দেখবেন, যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তাঁকে যেন কেউ প্রম্পট না করতে থাকে।
- সম্ভব হলে, চরিত্ররা দৈনন্দিন কাজ করার সময়েই তাঁদের সাক্ষাৎকার নিন। এতে তাঁরা মহড়া দিয়ে, মুখস্থ করে কথা বলার সুযোগ পাবেন না, আপনি অনেক স্বাভাবিক কথাবার্তা পাবেন।
- কোনও সরকারী আধিকারিকের সাক্ষাৎকার নিলে, এমন প্রশ্ন করুন যাতে তিনি দ্বায়িত্ব নিয়ে তথ্য-প্রমাণ দিয়ে জবাব দিতে পারেন। কিন্তু, একজন সাধারণ নাগরিককে জিজ্ঞাসা করলে এমনভাবে করবেন যাতে তাঁর আবেগটা বেরিয়ে আসে। শুনতে ভাল লাগে এমন গল্প অনেক সময়েই বর্ণনামূলক হয়; মানুষ কাহিনী বলে যায় অথবা কীভাবে বিষয়টা বাস্তবে তাদের প্রভাবিত করছে তা বর্ণনা করে।
- ভেবেচিন্তে উত্তর দেওয়ার গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু এটাও দেখা দরকার যে সাক্ষাৎকারটি যেন নির্দিষ্ট বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে, চরিত্রটি যেন কথা না বলে চলে। যা প্রশ্ন করেছেন ততটুকুরই উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করুন। দরকার হলে স্পষ্ট উত্তর পেতে একটু অন্যভাবে প্রশ্নটা আবার জিজ্ঞাসা করুন।

- সবসময় উত্তরটা মন দিয়ে শুনবেন। যখন কেউ উত্তর দিচ্ছে তখন এরপর কী প্রশ্ন করা যায় অথবা আপনার তালিকার সব পয়েন্ট কাভার করা গেল কিনা তা নিয়ে ভাববেন না। সব পয়েন্ট কাভার করা যদিও গুরুত্বপূর্ণ, বক্তা যা বলছেন সেটা মন দিয়ে শোনাও জরুরি। তাঁর উত্তরটা থেকে আর একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, যা আপনাকে তখনই জিজ্ঞাসা করতে হবে। এই ফলো-আপ প্রশ্নগুলো সাক্ষাৎকারকে জোরদার করে।

সাক্ষাৎকারে ভাল মানের শব্দ পাওয়ার জন্য কী করবেন

- ক্যামেরা অন করে ১০ সেকেন্ড নিজের গলা রেকর্ড করে বাজিয়ে শুনুন ঠিক আছে কিনা।
- সাক্ষাৎকার, গান, ভাষ্য, ইত্যাদি রেকর্ড করার জন্য একটা নিরিবিলি জায়গা বাছুন।
- শব্দ রেকর্ড করার সময় ছ'ফুটের বেশি দূরে ক্যামেরা ধরবেন না। পরিষ্কার শব্দ পাবেন।
- ক্যামেরা চলার সময় নিজের মনে বা অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। বিশেষ করে বি রোল বা প্রাকৃতিক শব্দ – যেমন ব্যস্ত রাস্তার বা শান্ত প্রকৃতির – রেকর্ড করার সময় এটা মেনে চলবেন, কারণ এগুলো শটের জন্যে জরুরি।
- ফাঁকা ঘরে শুট করবেন না, তাতে প্রতিধ্বনি হয়।
- ঘরের ঠিক বাইরে, বারান্দায় শুট করতে পারেন। কিন্তু খেয়াল রাখবেন যেন পাখা, এ সি, মোটর, ইত্যাদি, শব্দ করে এমন যন্ত্রপাতি অফ করে দেওয়া হয়। কোনও টিউব লাইট বা বাল্বের খুব কাছেও বসবেন না, তাতে মাঝে মাঝে স্ট্যাটিক শব্দ হয়।
- সাক্ষাৎকার নিতে নিতে 'হুঁ', 'হাঁ' করবেন না। শুধু বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে এবং মাথা নেড়ে বোঝান যে আপনি শুনছেন।
- বক্তাকে একটু জোরে বলতে বলুন। আপনার ভাষ্য রেকর্ড করার সময়ও জোরে বলুন।

প্রশ্ন: অনেকসময় লোকে ক্যামেরার সামনে আসতে চায় না। কী করে তাদের বোঝাবো?
উত্তর:

- বেশিরভাগ সময় এটা হয় তাদের নিরাপত্তাহীনতা থেকে। তাদের বলুন যে মুখ না দেখিয়েও তাদের ছবি তোলা সম্ভব।
- বক্তাকে একটা চড়া আলো বা জানালার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েই এটা করা যায় (আগের ছবি দেখুন)। এভাবে একটুখানি ছবি তুলে তাঁকে দেখালেই বুঝতে পারবেন।
- আপনি পেছন থেকেও তাঁর ছবি তুলতে পারেন। তবে তা করলে তাঁর সামনে কী আছে সেদিকে নজর রাখবেন। আপনিও তাঁর সামনে বসতে পারেন, যাতে আপনার মুখটা দেখা যাবে আর তিনি পেছন ফিরে থাকবেন। এটা করতে হলে অবশ্য একটা ট্রাইপডে ক্যামেরাটাকে বসাতে হবে অথবা অন্য কাউকে ছবিটা তুলতে হবে।
- এর কোনওটাই যদি তাঁর গ্রহণযোগ্য না হয়, এবং তিনি যদি কেবল আপনাকে গল্পটা বলতে চান, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন যে আপনি নোট নিয়ে পরে আপনার ভাষ্যে কথাগুলো বললে তিনি রাজি কিনা।
- দেখুন মূল চরিত্রের পরিবারের কারও সাক্ষাৎকার নিতে পারেন কিনা।

কাঠামো, স্ক্রিপ্ট, ফোলডার

শুটিং শেষ হলে দেখবেন, আপনার কাছে অনেকটা ফুটেজ জমে গেছে। এবার সেগুলোকে একটু গোছাতে আর একটা কাঠামো গড়তে হবে।

আপনার গল্পটাকে গোছানোর ধাপগুলি হল:

১। আপনার 'শুট নোট'গুলো বার করে কী কী তোলা হয়েছে একবার ঝালিয়ে নিন।

২। নিজেকে প্রশ্ন করুন –

ক) সবচেয়ে ভাল দৃশ্য কী কী তুলেছি?

খ) সবচেয়ে ভাল সাউন্ড বাইট কী কী পেয়েছি?

গ) ভিডিওটা শুরু করবো কোন শট দিয়ে?

৩। ভাষ্যগুলো লিখে ফেলুন।

৪। অন্য ভাষায় বা উপভাষায় যে সাক্ষাৎকারগুলো রয়েছে সেগুলো অনুবাদ করে ফেলুন।

৫। একটা এডিট নোট লিখুন।

৬। ফুটেজগুলোকে ফোলডারে ভরে ফেলুন।

ক্যামেরার মুখোমুখি বা পিস টু ক্যামেরা (P2C):

পিস টু ক্যামেরা হল গল্পের কথক রূপে আপনার প্রবেশ। এখানে আপনি ভাষ্যের জন্য যা লিখেছেন বা সাক্ষাৎকারে যা আছে তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। সুতরাং, মূল শুটিং আর সাক্ষাৎকারগুলো রেকর্ড করা হয়ে গেলে তারপর PTC লেখাই ভাল। তখন আপনি গল্পটা কেমন ভাবে এগোবে তার একটা আইডিয়া পাবেন। P2C আর ভাষ্য গল্পটাকে সুন্দরভাবে বেঁধে দেবে।

কাজের ডাক বা কল টু অ্যাকশন (CTA)

CTA হল P2C-র অংশ।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে পিতৃতন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়, তা নিয়ে বানানো ভিডিওতে কোনও কাজের ডাক থাকবে না। এগুলোর কোনও আলোচনায় ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই, এতে কথোপকথনের মত সাক্ষাৎকার থাকতে পারে, আর কয়েকটা লিঙ্গসচেতনতামূলক ভিডিওকে শুধুমাত্র কিছু দৃশ্য বসিয়ে এডিট করে নেয়া যেতে পারে। সাধারণ মানুষের কিছু বক্তব্য বা সাধারণ কিছু বিষয় নিয়ে টুকরো টুকরো ভিডিও দিয়ে একটা সঙ্কলন করা যেতে পারে।

লিঙ্গবৈষম্যগত হিংসা নিয়ে তৈরি ভিডিওতে অবশ্যই একটা কাজের ডাক থাকবে। অর্থাৎ, CC-দের তা স্থানীয় প্রচারে ব্যবহার করে ভিডিওতে যে সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে তা সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং, এই ভিডিওগুলি IU ফরম্যাট অনুসরণ করবে।

কাজের ডাক কীভাবে লিখতে হয়

'কাজের ডাক' হল একটা বিবৃতি যা আপনার দর্শকদের বিষয়টি সম্পর্কে কিছু করার জন্য এবং আপনার লড়াইতে যোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।

- আমরা চাইবো যে দর্শকরা বা স্থানীয় সমাজ তাদের সমস্যাগুলো নিজেরাই সমাধান করুক

- এই কাজে উদ্যোগী হতে আমাদের দর্শকদের বা স্থানীয় সমাজকে অনুপ্রানিত করতে হবে এবং তা করার পথ দেখাতে হবে।
- কেবল সচেতনতা ছড়ালেই হবে না। মানুষ কাজের পয়েন্টটা জানতে চায়। CTA তাদের বলে দেয় কোনও নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য তারা ঠিক কী করতে পারে।

প্রশ্ন: কর্তৃপক্ষের লোকেরা আমার স্থানীয় সমাজের কাছে আসতে চাইছে না। আমার স্থানীয় সমাজের লোকেরা এতে আশাহত হচ্ছে কারণ তারা আমার ভিডিওর কী ফল হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছে না।
উত্তর: ভিডিও ভলান্টিয়ার্সের উত্তর প্রদেশ শাখা পঞ্চায়েত স্তরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে একটা সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়েছে। কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে পঞ্চায়েত অফিসে আসার জন্য, যাতে স্থানীয় সমাজের লোকজনও সেখানে গিয়ে আপনার সংগ্রামে অংশ নিতে পারে। স্থানীয় সমাজ যখন গোটা প্রক্রিয়াটায় নিজেদের জড়িয়ে নেবে, তারা অনুপ্রেরণাও পাবে আর এই প্রক্রিয়া থেকে হাতেকলমে শিখতেও পারবে।

ভাল ‘কাজের ডাক’ কাকে বলে?

- যা হবে প্রেরণাদায়ক এবং সৃজনশীল
- যা সরাসরি এবং জোরালোভাবে বার্তাটা পৌঁছে দেবে
- যা মানুষকে কী করা উচিত তার একটা দিশা দেবে এবং সমাধানের পথ দেখাবে
- যা সহজে করা যাবে – এমন একটা কাজের কথা বলবে, যা লোকে তখনই করতে পারে
- এই কাজটা কী পরিবর্তন আনতে পারে তা বলে দেবে। একটা ইতিবাচক বার্তা দেবে, যে প্রত্যেকেই কিছু করতে পারে
- দায়িত্ব নিয়ে মানুষকে জানাবে আপনি নিজে সমস্যাটার সমাধানের জন্য কী করবেন এবং তাদেরও যোগ দিতে বলবে

ভাষ্য বা ভয়েস-ওভার (VO):

ভাষ্য হল ক্যামেরার বাইরে থেকে কিছু বলা, যা ভিডিওটিকে আরও তথ্য ও গভীরতা দেবে। ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে বি রোলের সিকুয়েন্স করা কিছু প্রাসঙ্গিক দৃশ্যের সঙ্গে ভাষ্য চলবে।

ভাষ্যে কী থাকবে?

যে কোনও ভাল ভাষ্যে থাকবে:

- সমস্যাটার সামগ্রিক চেহারা, আপনার গবেষণালব্ধ তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ। ভিডিওটা কোনও সরকারী প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত অধিকার সম্পর্কিত হলে সেই প্রকল্পের তথ্যও দিতে হবে।

- ছেড়ে যাওয়া তথ্য ও সূত্র, যেমন কোনও তারিখ, প্রক্রিয়া, ইত্যাদি, যা সাক্ষাৎকারের সময় অনেকে বলতে ভুলে যান। এগুলো আপনি লিখে দিতে পারেন। ভিডিওর কোনও দুটো অংশ জুড়তে হলে মাঝখানে একটা ছোট ভাষ্য ঢুকিয়ে দিয়ে পারেন।
- অনেক সময় সাক্ষাৎকারে কেউ অনেকক্ষণ ধরে এমন কথা বলে যান, যার সারাংশ ২০-৩০ সেকেন্ডেই বলে দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আপনার ভাষ্যে এই সারাংশ থাকতে পারে।
- ভাষ্যে সমস্যাটার মূল কারণ সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণ ও মতামত থাকবে। এভাবে গভীরে ডুব দেওয়া সমস্যার শিকড়ে পৌঁছতে সাহায্য করবে। ভাষ্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ এবং সে সম্পর্কে আপনার মতকে সারা দুনিয়ার কাছে তুলে ধরার সুযোগ এনে দেয়।

গল্পের মূল চরিত্র সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ইতিমধ্যেই বলে দিয়ে থাকলে আর ভাষ্যের দরকার নেই।

কীভাবে ভাল ভাষ্য লিখতে হয়

- অডিওর জন্যে লিখুন – লেখার ভাষায় নয়, কথা বলার ভাষায়। আপনার ভাষ্য হবে কথোপকথনের মত, কোনও লিখিত বক্তব্য পড়ার মত নয়। কিন্তু এর মধ্যে একটা গাম্ভীর্য থাকবে, তাই বলার ঢং এবং শব্দ চয়ন একেবারে কথ্য ভাষার মত হবে না।
- ভাষ্য লেখা উচিত সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরে, যাতে ভাষ্যে গল্পের পুনরাবৃত্তি না হয়।
- লেখার আগে প্রধান সাক্ষাৎকারগুলো দেখে নিন, যাতে কী বাদ গেছে তা বুঝতে পারেন এবং স্ক্রিপ্টে তা জুড়ে দিতে পারেন।
- লম্বা বাক্য লিখবেন না; বাক্যগুলো যেন ছোট এবং প্রাসঙ্গিক হয়। যেসব শব্দ আপনি যা বলতে চাইছেন তার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক সেগুলো বাদ দিন।
- তথ্য আর পরিসংখ্যানগুলো ভাষ্যে দেওয়ার আগে একবার যাচাই করে নিন; এমন কোনও তথ্য দেবেন না যা সরকারি সূত্র থেকে যাচাই করা হয়নি।
- বাঁধা গৎ এড়িয়ে চলুন; নিরপেক্ষ, বিশেষ করে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করুন।
- রেকর্ড করার আগে কারও সামনে কয়েকবার জোরে জোরে পড়ুন; দেখুন কেমন লাগছে, কোনও মানে দাঁড়াচ্ছে কিনা এবং শ্রোতার ওপর কোনও প্রভাব ফেলছে কিনা।

P2C এবং VO রেকর্ড করা

- একটা চুপচাপ জায়গা বেছে নিন; ফ্যান, এ সি, মোটর ও অন্যান্য শব্দ করা যন্ত্রপাতি বন্ধ করা হয়েছে কিনা দেখুন। ফাঁকা ঘরে রেকর্ডিং করবেন না, তাতে ভীষণ প্রতিধ্বনি হতে পারে।
- একটু আবেগ দিয়ে বলুন। যেন কোনও বন্ধু বা পরিচিতকে গল্পটা বলছেন এমনভাবে বলুন।

ফুটেজের কথাবার্তা অনুবাদ করা

সাক্ষাৎকারে অনেক সময় স্থানীয় ভাষা বা উপভাষায় কথা বলা হয়। যদিও এতে আমরা উৎসাহ দিই এবং চাই যে স্থানীয় সমাজের মানুষরা যে ভাষায় স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন তাতেই কথা বলুন, আমাদের এডিটাররা তা নাও বুঝতে পারেন। তাই তাঁদের সুবিধার জন্য এগুলো ঠিকমত অনুবাদ করে দিন। আমাদের এডিটাররা হিন্দি, মারাঠি, কোঙ্কনী, গুজরাটি, ওড়িয়া, বাংলা, কাশ্মিরী ও ইংরেজি বোঝেন।

অন্য কোনও ভাষায় সাক্ষাৎকার থাকলে তা অনুবাদ করে দিতে হবে। প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে যথাযথ অনুবাদ করতে হবে এবং ক্লিপ-এর নাম লিখে দিতে হবে।

এডিট নোট

বা সম্পাদকের জন্য নোট তৈরি করা

এই নোটটি থেকে সম্পাদক বুঝতে পারবেন ছবির কীরকম চেহারাটা আপনার মাথায় ঘুরছে। আপনাকে এই জিনিসগুলো লিখতে হবে:

- কীভাবে ছবিটা শুরু করতে চান – ঠিক কোন শট এবং কোন সাউন্ড বাইট দিয়ে
- কীভাবে ছবিটা এগোবে ভাবছেন
- ভাষ্য কোথায় দিতে চান
- কীভাবে ছবিটা শেষ করতে চান
- কোনও বিশেষ সুর বা সঙ্গীতের কথা ভাবছেন কিনা – যদি ভাবেন, হয় তা ফুটেজের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, নয়তো স্পষ্ট করে বলে দিন সেটা কেমন হবে
- বিশেষ কোনও ট্রিটমেন্টের কথা ভাবছেন কিনা – যেমন, আপনি হয়ত পরীক্ষামূলকভাবে ভিডিওটিতে ভাষ্য না রাখতে, অথবা কোনও কথাবার্তাই না রাখতে চান

এডিট নোট ওয়ার্ড ডকুমেন্টে লিখুন অথবা হাতে লিখে তার পরিষ্কার ছবি তুলে পাঠান। এটা একটা ফোল্ডারে ভরুন।

ফুটেজের ফোল্ডার তৈরি করা

শুটিং-এর সব কাজ হয়ে গেলে এবার সমস্ত ফুটেজ একটা কম্পিউটারে ট্রান্সফার করে আপনার স্টেট কো-অর্ডিনেটার বা এডিটারকে পাঠাবেন। তার আগে ফুটেজটাকে কয়েকটা ফোল্ডারে সাজাতে হবে।

১। **P2C** এবং **VO**

২। সাক্ষাৎকার

৩। বি রোল

৪। এডিট নোট

ট্রান্সফার করা এবং ক্লিপগুলির নতুন নামকরণের টেকনিক্যাল বিষয়ের জন্য 'পোস্ট প্রোডাকশন' অধ্যায় দেখুন।

ক্লিপগুলির নতুন নামকরণ ও ফোল্ডারে সাজানো

আপনার ফুটেজগুলো এই পাঁচটা ফোল্ডারে গোছাতে হবে:

১। **P2C** (যদি থাকে)

ক) শুরুর **P2C** [ক্লিপটাকে এই নামেই নতুন নাম দিন]

খ) শেষের **P2C** [ক্লিপটাকে এই নামেই নতুন নাম দিন]

২। **VO** [ক্লিপটাকে এই নামেই নতুন নাম দিন]

৩। সাক্ষাৎকার

৪। বি রোল

৫। এডিট নোট [হয় একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নয়তো হাতে লেখা নোটের ফটো]

প্যাক করে কুরিয়ারে ভিভির দপ্তরে পাঠানো

DVD বানানো

- একটা জায়গা দেখুন (সাইবার কাফে বা অফিস) যেখানে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবেন।
- নিরো বা ইউলিড জাতীয় কোনও সফটওয়্যার দিয়ে একটা DVD বানিয়ে ফেলুন।
- ডেটা ফরম্যাটে DVD বানান। 'মুভি DVD' বা VCD করবেন না।
- আপনাকে যিনি DVD বানিয়ে দিচ্ছেন তিনি যদি কোন ফরম্যাটে করবেন তা বুঝতে না পারেন, VV অফিসে ফোন করুন, কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন।
- সব সময় দুটো DVD বানাবেন – একটা VV অফিসে পাঠানোর জন্য আর একটা নিজের জন্য। যদি পোস্টে হারিয়েও যায়, আপনার কাছে আর একটা থাকবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

DVD প্যাক করা

- DVD পাঠানোর জন্য ফোম বা বাবল শীট দেওয়া যে বিশেষ থাম পাওয়া যায়, তাতেই আপনার DVD প্যাক করুন, যাতে ভেঙে না যায় বা আঁচড় না পড়ে। সাধারণ থামে **DVD** পাঠাবেন না।
- ওয়ার্ড ডকুমেন্ট বা ছবি হিসাবে এডিট নোট না পাঠালে, তা কাগজে লিখে ওই থামেই পাঠান।
- থামের ওপর "State Coordinator, Video Volunteers" লিখে তা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার স্টেট অফিসে পাঠান। আপনার স্টেট কো-অর্ডিনেটারকে ফোন করে স্টেট অফিসের ঠিকানা লিখে নিন।
- যদি আপনাকে গোয়া থেকে কেউ মেন্টরিং করেন অথবা আপনাকে সরাসরি হেড অফিসে ছবি পাঠাতে বলা হয়, তবে এই ঠিকানায় পাঠান: Video Volunteers, House No.1224 26/3, St. John Road, Gaum Vaddy, Anjuna, Bardez, Goa 403509
- সবসময় থামের ওপর আপনার নাম, জেলা, রাজ্য আর পোস্ট করার তারিখ লিখে দেবেন।

ভাল কুরিয়ার সার্ভিস বাছুন

- সরকারি স্পিড পোস্ট অবশ্যই ভাল, কারণ বেশিরভাগ ডাকঘরে এই পরিষেবা থাকে।
- স্পিড পোস্ট না থাকলে কোনও নির্ভরযোগ্য প্রাইভেট কুরিয়ারে পাঠান। অবশ্যই রসিদ নেবেন।

রসিদে একটা 'কনসাইনমেন্ট নাম্বার' বা 'ট্র্যাকিং নাম্বার' থাকে। প্রতিবার থামটা পাঠিয়েই এই নম্বরটা এবং কুরিয়ার সার্ভিসের নাম আপনার স্টেট কো-অর্ডিনেটারকে জানিয়ে দিন।

মনে রাখবেন: কনসাইনমেন্ট নাম্বার ছাড়া আপনার থামের হদিশ করা সম্ভব নয়।